

গঠনতন্ত্র

রবিবার জুন ৫-২০২২



ভাষানচর কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

রেজিঃ নং-

থানা: কাজিরহাট, উপজেলা: মেহেন্দিগঞ্জ,

জেলা: বরিশাল।

গঠনতন্ত্র

পট ভূমিকা:

বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থানার অন্তর্গত ভাষানচর ইউনিয়ন একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির বিবেচনায় এ ইউনিটটি যুগ যুগ ধরে আপন মহিমায় সহস্রাব্ধি। এছাড়া এ এলাকার রাস্তা ঘাটসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নততর। ঢাকায় বসবাসরত ভাষানচর ইউনিয়নের বাসিন্দাগণ অতীব শান্তি প্রিয় এবং সকলে সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত। এ চেতনাকে বৃহত্তর পরিসরে লালন করার মান সে বরিশাল জেলাধীন বাষানচর ইউনিয়নের বেশ কিছু সংখ্যক এলাকা প্রেমিক ও উদ্যমী ব্যক্তিদের উদ্যোগে বিগত ০৩-০৬-২০২২ইং বিকাল ৫ ঘটিকায় মতিঝিলের হোয়াং কিচেন চাইনিজ রেস্টুরেন্ট একটি মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ঢাকাস্থ প্রবাসী অধিবাসীবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ সম্প্রতি সহযোগীতা ও সঠিক কল্যানকর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভাষানচর কল্যান সমিতি ঢাকা নামে একটি কল্যাণধর্মী ও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভাষানচর কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

কাজিরহাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

০১। প্রস্তাবনা:

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষানচর ইউনিয়নের ঢাকাস্থ প্রবাসীবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি যোগাযোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং ভাষানচর ইউনিয়নের সর্প্রকার কল্যাণ কর ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবানের প্রচেষ্টায় ও সর্বোপরি দেশের বৃহত্তর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিগত ০৩ জুন, ২০২২ইং তারিখের একটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে “ভাষানচর কল্যাণ সমিতি, ঢাকা” গঠন করা হয়।

০২। সমিতির নাম:

অত্র সমিতির নাকরন করা হলো: ” ভাষানচর কল্যাণ সমিতি ”।

০৩। সমিতির কার্যালয়:

ঢাকা মহানগরীতে সমিতির কার্যালয় থাকবে।

০৪। বর্ষ গননা:

১ লা জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ষ ধরা হবে।

অবল্য বাংলা সন ও তারিখ ও ব্যবহার করা হবে।

০৫। সমিতির প্রতিক (মনোত্রাম):

০৬। মৌলিক নীতিসমূহ: একতা, বিশ্বাস, শিক্ষা, সেবা ও প্রগতি

০৭। সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যন:

(ক) ইহা একটি একটি অরাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। দলমত, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে একটি অরাজনৈতিক ও কল্যাণকামী সংগঠন হিসেবে এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। কোনক্রমেই অত্র সমিতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) প্রবাসী ভাষানচর ইউনিয়নবাসীদের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় করা কথা।

- (গ) ভাষানচর ইউনিয়নের পীড়িত, এতিমবৃদ্ধ, পঙ্গু, ও অসহায়দের সুচিকিৎসা ও পূর্ণবাসন ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা।
- ঘ) এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং দারিদ্রতা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দূরীকরণার্থে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
- ঙ) প্রকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন সংকটে দুস্থমানবতার বিশেষ করে এলাকাবাসীদের সেবায় অংশগ্রহণসহ সাহায্য সহযোগিতা করা।
- চ) সমিতির বেকার সদস্য / সদস্যা ও এলাকার বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ছ) সামাজিকভাবে শোষিত ও নিষাতিত সদস্য / সদস্যা ও এলাকাবাসীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া
- জ) প্রবাসে অবস্থানরত ইউনিয়নের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানসহ আর্থিক ও আবাসিক সংকট নিরসনের এবং শিক্ষা কেন্দ্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া।
- ঝ) এলাকার ক্ষিা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবরী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে অবহিত করা এবং এর সমাধানকল্পে বিশেষ তৎপর হওয়া।
- ঞ) শিল্প-সাহিত্য, ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

০৮। সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা / অযোগ্যতা:

- ক) সমিতির আদর্শে বিশ্বাসী এবং উহার গঠনতন্ত্র মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ ঢাকাস্থ ইউনিয়নের যে কোন অধিবাসী সমিতির নির্ধারিত আবেদনপত্রে সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন করলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উহা গৃহীত হলে তিনি সমিতির সাধারণ সদস্য হতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদনপত্র নাকচ হলে সাধারণ পরিষদের নিকট আপীল করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

- খ) বিকৃত মস্তিষ্ক বা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমিতির সদস্য লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হইবে।

০৯। সদস্য পদের শ্রেণী বিভাগ:

ক) **আজীবন সদস্য:**

যে সকল সদস্য এককালীন ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা চাঁদা হিসেবে প্রদান করবেন তাঁরা সমিতির আজীবন সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। আজীবন সদস্যগণই সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

খ) **সম্মানিত সদস্য:**

সমিতির সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন কোন মহৎপ্রাণ ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি সমিতিতে বিশেষ দান / অনুদান প্রদান করলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিশেষ অবদান হিসেবে উহা বিবেচিত হলে উক্ত ব্যক্তিকে সম্মানিত সদস্যপদ প্রদান করলে তিনিই সম্মানিত সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হবেন।

গ) **পৃষ্ঠাপোষক সদস্য:**

সমিতিতে বিশেষ অবদান ও অনুদান রাখতে সক্ষম ও আগ্রহী এবং সামাজ্য প্রতিষ্ঠাবান এমন কোন ব্যক্তিকে কার্যনির্বাহী পরিষদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পৃষ্ঠাপোষক সদস্য পদ প্রদান করতে পারবেন।

- ঘ) ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে যারা পরামর্শ দিবেন।

১০। সাধারণ পরিষদের গঠন প্রণালী ও উহার ক্ষমতাসমূহ:

- ক) সকল আজীবন সদস্য, সম্মানিত সদস্য ও পৃষ্ঠাপোষক সদস্যগণের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

- খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্ধ হলে সাধারণ পরিষদ উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

- গ) সাধারণ পরিষদ সমিতির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে। এ পরিষদ নির্বাচন অথবা সাধারণ পরিষদে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে মনোনয়নের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদ গঠন করবে।
- ঘ) সমিতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার মানসে এ পরিষদ বৎসরে কমপক্ষে একবার সাধারণ সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা ব্যতিরেকে জরুরী বা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হবে।
- ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য কিংবা কর্মকর্তা সমিতির স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করলে পরিষদে সদস্য বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১১। উপদেষ্টা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

- ক) সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
- খ) সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় যথারীতি যোগদান করতে সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করা এবং গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণপূর্বক সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা।
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ বা উহার কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা এবং নতুন সদস্য সংগ্রহে উদ্যোগী হওয়া।
- ঘ) গঠনতন্ত্রের সকল ধারা উপধারাসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং থাথ্য ভাবে উহা মেনে চলা।

১২। কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন প্রাণলী:

৩৫ সদস্য বিশিষ্ট দুই বৎসর মেয়াদী একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। উক্ত পরিষদে প্রতি গ্রাম হতে অন্ততঃ একজন ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যকে (যিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের যোগ্য) কার্যনির্বাহী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের এক্স-অফিসও মেম্বর হিসেবে সদ্য প্রাক্তন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদসমূহ নিম্নরূপ হবে

ক্রঃ নং	পদ সমূহ	সংখ্যা
০১	সভাপতি	০১ জন
০২	সহ-সভাপতি	০৮ জন
০৩	সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
০৪	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	০৩ জন
০৫	কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
০৬	সহ-কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ জন
০৮	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	০২ জন
০৯	দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
১০	প্রচার সম্পাদক	০১ জন
১১	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
১২	ক্রীড়া সম্পাদক	০১ জন
১৩	ত্রান ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৪	প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
১৫	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
১৬	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৭	ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৮	আন্তর্জাতিক সম্পাদক	০১ জন
১৯	ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক	০১ জন
২০	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২১	কার্যনির্বাহী সদস্য	০৩ জন
	মোট =	৩৫ জন

১৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা:

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা:

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে যাবতীয় অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে;
- খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা সুনির্দিষ্ট কার্যসূচীর ভিত্তিতে দুই মাসে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হবে; এবং উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে;
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সরাসরি সাধারণ পরিষদের নিকট সমিতির সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকবে।
- ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে।
- ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।
- চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূণ্য হলে পরিষদ সহযোজনের (Co-option) মাধ্যমে উহা পূরণ করতে পারবে;
- ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে কোন সদস্যকে সমিতির স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের কারনে বহিস্কার করতে পারবে;
- জ) সমিতির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার লক্ষ্যে যে সব কর্মচারীকে মাসিক বেতন ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের নিয়োগ অনুমোদন অথবা বাতিল করতে পারবে।
- ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবে এবং বৎসরে কমপক্ষে একবার সমিতির আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত রিপোর্ট সাধারণ পরিষদের নিকট পেশ করবে। হিসাবের যে কোন গড়মিলের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।
- ঞ) গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্য সূচী স্থির করবে এবং সমিতির হিসাবপত্র ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের /

মনোনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে।

১৪। কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদ ও অন্যান্য উপ-পরিষদের সদস্যদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবে;
- খ) সমিতির গঠনতাত্ত্বিক যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে; এবং
- গ) নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে বিদায়ী পরিষদের নিকট সমিতির সমস্ত কার্যভার ও হিসাব নিকাশ সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিবে।

১৫। কর্মকর্তা ও সদস্যগণের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১৫(১) সভাপতিঃ

- ক) সভাপতি সমিতির প্রধান হিসাবে গণ্য হবেন। তিনি সমিতির সকল কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- খ) সভাপতি প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন জরুরী সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক উক্ত সভা আহ্বানে অপারগ বা ব্যর্থ হলে সভাপতি নিজেই উহা আহ্বান করতে পারবেন।
- গ) সভাপতি সমিতির কাজে সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ স্বাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৮,০০০/- টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় উহার অনুমোদন নিবেন।
- ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ করলে সভাপতি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য উক্ত পদে বিধি অনুযায়ী মনোনয়ন প্রদান করতে পারবেন।

- ঙ) সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে সমিতি বিরোধীল কার্যকলাপের জন্য সাময়িকভাবে বহিষ্কার করতে পারবেন।
- চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের ব্যর্থতা জনিত কোন কারণে সমিতির কার্য পরিচালনা অচল অবস্থা দেখা দিলে সভাপতি তাৎক্ষণিক নোটিশে জরুরি সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন।
- ছ) সভাপতি সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতিক্রমে সমিতির যাবতীয় চুক্তি সম্পাদন বা বাতিল করতে পারবেন।
- জ) সমিতির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার লক্ষ্য সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশের ভিত্তিতে সভাপতি সমিতির কর্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারবেন।
- ঝ) সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করবেন এবং কার্যবিবরণী সম্পাদক করবেন এবং
- ঞ) সভাপতি প্রয়োজনবোধে কাস্টিং (Casting) ভোট প্রদানের মাধ্যমে সভার অচল অবস্থা নিরসন করতে পারবেন।

১৫ (২) সহ-সভাপতি:

সহ-সভাপতিগণ সমিতি পরিচালনায় সভাপতিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিগণ নামের ক্রম-অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং দায়িত্ব থাকাকালীন সময় সভাপতির সকল ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

১৫(৩)। সাধারণ সম্পাদক:

- ক) সভাপতির পরামর্শ অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক যাবতীয় সভা আহ্বান করবেন;
- খ) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সম্মতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচী প্রণয়ন, বার্ষিক ও আর্থিক প্রতিবেদন এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন;

- গ) সমিতির সমিতির গোপন তথ্যাদিসহ সমিতির যাবতীয় কাগজপত্র, হিসাব-নিকাশ ও বিভিন্ন তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং সভাপতিকে যথাসময়ে অবহিত করবেন;
- ঘ) সাধারণ সম্পাদক, কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যদের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।
- ঙ) সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রয়োজনে সভাপতির সাথে পরামর্শ স্বাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় উহার অনুমোদন নিবেন।
- চ) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনা করে সমিতির ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট প্রণয়ন করে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করবেন;
- ছ) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, সংক্ৰিণ্ডায়ন, বাতিল ও ব্যাখ্যা ইত্যাদির উপর সুপারিশ কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করবেন।
- ঝ) সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভায় ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন,
- ঞ) সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভায় ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন;
- ট) নব-নির্বাচতি পরিষদকে সমিতির কর্মভার তিন সপ্তাহের মধ্যে বুঝে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে।

১৫ (৪)। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক :

- ক) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদককে সর্ববিষয়ে এবং সকল ক্ষেত্রে সব সময় পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- খ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করতে তারা বাধ্য থাকবেন এবং
- গ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকগণ নামের ক্রমানুযায়ী ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং দায়িত্ব পালনকালীন সময় সাধারণ সম্পাদকের সকল অধিকার ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

১৫ (৫)। কোষাধ্যক্ষ :

ক) কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিল ও আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং এতদসংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

খ) তিনি সকল প্রকার আয়-ব্যয়ের কের্ড সংগ্রহ করবেন এবং ভাইচার স্বাক্ষর করবেন।

গ) তিনি রিসিট প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রাপ্তি সংগ্রহ করবেন এবং তার নিকট সমিতির জমাকৃত অর্থ অবশ্যই ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সমিতির ব্যাংক একাউন্টে জমা করবেন। তিনি প্রতি ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংকের হিসাব বিবরণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করে পর্যালোচনাপূর্বক নথিভুক্ত করবেন।

গ) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সম্মতি ব্যতিত তিনি কোন অর্থ ব্যয় করতে অথবা কাহাকেও প্রদান করতে পারবেন না।

ঙ) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পাসকৃত বিল/ভাউচারের অর্থ তিনি পরিশোধ করবেন এবং বিল/ভাউচারে সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন এবং

চ) তিনি বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার বাজেট প্রণয়নে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা প্রদান করবেন।

১৫ (৬)। সাংগঠনিক সম্পাদক :

ক) সাংগঠনিক সম্পাদক সমিতির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

খ) তিনি সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করবেন এবং উক্ত কাজকর্মের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

১৫ (৭)। যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক :

যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদকের সকল কাজে সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং তার অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে বিভাগীয় সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫ (৮)। দপ্তর সম্পাদক :

ক) দপ্তর সম্পাদক সমিতির দপ্তর সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র, সীলমোহর, আসবাবপত্র, দপ্তরের বিভিন্ন উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) তিনি সদস্যদের নাম ঠিকানাসহ একটি সদস্য তালিকা বহি প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত তালিকা প্রস্তুতকালে সদস্যদের ভর্তির তারিখ অনুযায়ী ক্রমিক নং যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন এবং

গ) সমিতির প্রেস বিজ্ঞপ্তি সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক বা দপ্তর সম্পাদকের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হবে।

১৫ (৯)। প্রচার সম্পাদক :

প্রচার সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গৃহীত কর্মসূচী প্রচারের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫ (১০)। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক :

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সমাজ কল্যাণ বিষয়ক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সামাজিক কল্যাণার্থে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

১৫ (১১)। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক :

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিষয়ক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সাহিত্যের বিষয়ে নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

১৫ (১২)। ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক :

ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন এবং এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

১৪। মহিলা বিষয়ক সম্পাদকঃ

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে অশিক্ষিত দুস্থ, দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বাস্তবসম্মত বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও পরিচালনা করবেন।

১৫। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সভায় কোন প্রস্তাব উত্থাপন, গ্রহণ, বর্জন, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত অভিমত উপস্থাপন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবেন। সকল কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক সমিতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন যে দায়িত্ব যাকে অর্পণ করবেন তিনি তখন উক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদক করবেন।

১৬। কার্যনির্বাহী পরিষদের স্থিতিকালঃ

ইংরেজী বর্ষপুঞ্জি অনুসারে কার্যনির্বাহী পরিষদের স্থিতিকাল দুই বৎসর স্থায়ী হবে কিন্তু সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণ সদস্যগণ প্রয়োজন মনে করলে নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলকরতঃ অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন কিংবা নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করতে পারবেন। কোন কারণবশতঃ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কর্তব্যরত কার্যনির্বাহী পরিষদ (উপদেষ্টা) পালন (নব্বই) দিন অস্থায়ীভাবে যথারীতি দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

১৭। সাধারণ পরিষদের সভা ও কোরামঃ

- ক) প্রতি বৎসর কমপক্ষে একবার সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে পত্র/পত্রিকার মাধ্যমে সকল সদস্য/সদস্যকে সভার সময় ও তারিখ ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে;
- খ) সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের জন্য ১৫ (পনের) দিনের নোটিশের প্রয়োজন হবে এবং সাধারণ পরিষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠানের জন্য ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিতে হবে;
- গ) সাধারণ পরিষদের সভায় মোট সদস্যদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি থাকলে কোরামপূর্ণ হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে;

১৮। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ও কোরামঃ

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে;
- খ) প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে হবে;
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার জন্য কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ এবং জরুরী সভায় জন্য কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি থাকতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে;
- ঘ) সভাপতি সম্মতিক্রমে বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা কোন পৃষ্ঠপোষক সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং গঠনমূলক বক্তব্য রাখতে পারবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কোন ভোট দিতে পারবেন না।
- ঙ) সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যদি পর পর দুই বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বানে ব্যর্থ হন তা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের স্বাক্ষরে সদস্যরা নিজেসব সভা আহ্বান করতে পারবেন।
- চ) মূলতবী সভাঃ কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে বা সময়ের অভাবে সভার কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে সভা মূলতবী করা যাবে। মূলতবী সভায় কোরাম পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন

হবে না, তবে সভার নোটিশ যথাযথভাবে ইস্যু করতে হবে যাতে মূলতবী সভার কথা উল্লেখ থাকতে হবে।

১৯। তলবী সভাঃ

সমিতির গঠনতন্ত্র অথবা সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কিত কোন জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তলবী সভা অনুষ্ঠানের লিখিত অনুরোধ জানালে অথবা একই কারণে যদি অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সাধারণ সদস্য লিখিতভাবে জানায় তবে সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ০৭ (সাত) দিন ও ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক কোন কারণে যদি সভা আহ্বানে অনীহা প্রকাশ করেন তাহা হলে সভাপতি সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সভাপতিও যদি উক্ত সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হন তা হলে অনুরোধকারী সদস্যগণ যথাক্রমে ০৭ (সাত) দিন ও ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে নিজেরাই সভা আহ্বান করতে পারবেন। কিন্তু তলবী সভায় সাধারণ কোরাম পূর্ণ না হলে সভা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০। সদস্য পদ বাতিল/অপসারণ/প্রত্যাহারঃ

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/সদস্য কোন গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক কারণ ব্যতীত সমিতির জন্য সংগৃহীত অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপযুক্ত রশিদসহ কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা না দিলে সমিতি হতে বহিষ্কারসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সমিতির কোষাধ্যক্ষকে সর্বাধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংগৃহীত অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা করিতে হইবে।

খ) কোন সদস্যের আচরন বা কার্যকলাপ সমিতির স্বার্থ হানিকর বলে বিবেচিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তা সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে এবং এ মর্মে তাকে পত্র প্রদানের পর আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য ১৫ দিন সময় দিতে হবে। তবে উল্লেখিত সদস্য তার

বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদে আপীল করতে পারবেন এবং সাধারণ পরিষদের সভায় এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত একাধিক্রমে ৩ (তিন) সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে;

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য স্বেচ্ছায় তার সদস্য পদ প্রত্যাহার কিংবা পদত্যাগ করতে চাইলে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় পদত্যাগ পত্র গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সাধারণ সম্পাদকের নিকট ৭ দিনের মধ্যে তার পূর্ণ কার্যভার ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিবেন; এবং

ঙ) কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য যদি পাগল, উন্মাদ, আইনতঃ দণ্ডপ্রাপ্ত বা লোকান্তরিত হয় তা হলে তার পদ শূন্য বলে গণ্য হবে।

২১। অনাস্থা প্রস্তাবঃ

ক) সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ কিংবা উক্ত পরিষদের কোন কর্মকর্তা/সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সাধারণ সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের ঠিকানাসহ স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাব সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করতে হবে। উক্ত প্রস্তাব প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করবেন। এ সভার নোটিশ কমপক্ষে সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে জারি করতে হবে। মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবে;

খ) অনাস্থা প্রাপ্ত সদস্য/কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় পদত্যাগী কিংবা বহিস্কৃত কর্মকর্তা/সদস্য ৭ দিনের মধ্যে সমিতির সমস্ত দায় দায়িত্ব ও কার্যভার কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের নিকট বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে; এবং

গ) কো-অপশন বা সহযোজনঃ অনাস্থ প্রাপ্ত বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগী কর্মকর্তা/সদস্যের শূন্য পদে কার্যনির্বাহী পরিষদ অন্য কোন সদস্যকে সহযোজন করতে পারবে।

২২। অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিঃ

অনাস্থা প্রস্তাবের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল ঘোষিত হলে কিংবা নিদ্ধারিত সময়ের পরে বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সাধারণ পরিষদ অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করবে। অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি অবশ্যই সমিতির সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং আস্থায়কসহ উহা ৭ সদস্য বিশিষ্ট হবে। এই কমিটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন। অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি বাজেট প্রণয়ন বা খরচের মঞ্জুরী দিতে পারবেন না।

২৩। সমিতির তহবিলঃ

ক) সদস্য ভর্তির ফি, আজীবন সদস্যের চাঁদা, দান, অনুদান এবং গঠনতন্ত্র সম্মত উপায়ে অর্জিত যে কোন বৈধ অর্থ সমিতির তহবিল হিসেবে গণ্য হবে।

খ) সমিতির তহবিল কোন বাণিজ্যিক ব্যতংকে সঞ্চয়ী হিসাবে কিংবা অন্য কোন লাভজনক হিসাবে জমা থাকবে;

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এক ও জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে;

ঘ) সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'স্থায়ী তহবিল' ও 'ট্রাস্টফাণ্ড' গঠন করা যাবে;

ঙ) সমিতির নিজস্ব জমি ক্রয় এবং ঐ জমিতে ভবন নির্মাণ করার জন্য একটি "ভবন ফান্ড" গঠন করা যাবে।

চ) সমিতির সদস্য কিংবা এলাকার দুঃস্থ ও গরীব মানুষের সহায়তা করার জন্য একটি "দুঃস্থ কল্যাণ ফান্ড" গঠন করা যাবে।

ছ) প্রতি বৎসর সমিতির আয় হতে শতকরা ৫ ভাগ (৫%) হারে যথাক্রমে দুঃস্থ কল্যাণ ফান্ড, স্থায়ী তহবিল ও ভবন ফাণ্ডে জমা করতে হবে;

জ) সমিতির কোন অনিবার্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদের সম্পত্তি ক্রমে স্থায়ী তহবিলের অর্থ ব্যয় করতে পারবেন এবং

ঝ) সমিতির নিজস্ব ভবন স্থাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হলে “ভবন ফাণ্ড” বন্ধ করে দেয়া হবে এবং উক্ত ফাণ্ডের উদ্ধৃত অর্থ স্থায়ী তহবিলে জমা হবে।

২৪। চাঁদা আদায় পদ্ধতিঃ

ক) সাধারণ সম্পাদকের সহযুক্ত ও সমিতির সীলমোহর সম্বলিত মুদ্রিত রশিদ বহির মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্য চাঁদা বা এক-কালীন দান আদায় করতে পারবেন।

খ) চাঁদা আদায়ের ১৫ দিনের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন টাকা ও রশিদ বহি ফেবৎ না দিলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করা হবে এবং প্রয়োজবোধে উক্ত সদস্যকে সমিতি হতে বহিস্কার করা যাবে;

গ) সাধারণ সম্পাদক কিংবা কোষাধ্যক্ষ আদায়কৃত অর্থ ব্যতিত রশিদ বহি ফেরৎ নিলে তিনি বা তাঁরাই উক্ত টাকার জন্য দায়ী থাকবে; এবং

ঘ) রশিদ বহি হারানো গেলে তৎক্ষণাত সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে এবং উক্ত আদায়কারী কর্তৃক প্রদর্শিত কারণ যথোপযুক্ত বিবেচিত না হলে প্রতিটি হারানো রশিদের অপরিশোধিত টাকা তাকে এককিস্তিতে সমিতিকে প্রদান করতে হবে।

২৫। বৃত্তি/এককালীন সাহায্যঃ

ক) সমিতির তহবিল হতে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সাধ্যানুযায়ী বৃত্তি প্রদান করা হবে; এবং

খ) মহত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতিক্রমে ব্যয় করা যাবে।

২৬। ভোটাধিকারঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে যে সকল ব্যক্তি সমিতির সদস্য হবেন এবং যাদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হবে তারা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

খ) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১ (এক) বৎসর পূর্বে সমিতির সদস্য হতে হবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ব্যতিরেকে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে গ্রহণের প্রয়োজন হলে নতুন/পুরাতন নির্বিশেষ সকল সদস্যই উক্ত ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২৭। নির্বাচন/মনোনয়ন পদ্ধতিঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্র সম্মত সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে চলতি কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন ৫ জন সদস্যকে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপূর্বক তাদের একজনের নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারবেন;

খ) নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ পত্র পত্রিকা মারফৎ সকল সদস্যকে অবহিত করবেন এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিস্তারিত সিডিউল সকল সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি/পত্রের মাধ্যমে জানাবে।

গ) নির্বাচন অবশ্যই কর্মরত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে;

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কমপক্ষে নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে ভোটের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করবেন এবং উক্ত তালিকার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে পরিষদের নিকট পেশ করবেন;

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিসদের পদপ্রার্থীকে মনোনয়ন লাভের জন্য নির্বাচন কমিশনারের নিকট নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বাছাইপূর্বে আবেদনপত্র বাতিল ঘোষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী উক্ত বাতিল ঘোষণার বিরুদ্ধে পুনরায় আপীল করতে পারবেন এবং এই আপীলের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

চ) কেহ প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে চাইলে নির্বাচনের ১০ দিন পূর্বে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করতে পারবেন;

ছ) নির্বাচন কমিশন উপস্থিত সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের/সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও কার্যনির্বাহী পরিষদ কিংবা কার্যনির্বাহী পরিসদের কোন

কর্মকর্তা বা সদস্য মনোনীত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রার্থীকে একজন প্রস্তাব করবেন এবং অপর একজন সদস্য তাকে সমর্থন করবেন;

জ) যদি কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে;

ঝ) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না;

ঞ) নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকবেন। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৫ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন ফলাফল প্রকাশ করবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকিলে ফল প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত আবেদন করতে হবে। অভিযোগ পর্যালোচনার পর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে; এবং

ট) প্রয়োজনবোধে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

২৮। গঠনতন্ত্র সংগ্রহঃ

সমিতির যে কোন সদস্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দরখাস্তসহ ১০০.০০ (একশত) টাকা জমা দিয়ে এক কপি গঠনতন্ত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

২৯। গঠনতন্ত্রের সংশোধনঃ

সমিতির মূল গঠনতন্ত্র অথবা উহার যে কোন ধারা বা উপধারা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, সংক্ষিপ্তায়ন, বাতিল, ইত্যাদি করতে হলে সাধারণ সভায় অথবা এতদ্ব্যতীত আনুষ্ঠানিক বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে তা করা যাবে।

৩০। সমিতির বিলুপ্তিঃ

কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে পরলে সাধারণ পরিষদের বা বিশেষ সাধারণ সভায় তিন চতুর্থাংশ সদস্যের বিলুপ্তির সমর্থনে স্বাক্ষরসহ মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং সমিতির তহবিল, সম্পদ ও দায় দায়িত্ব কিভাবে বন্টিত হবে তাও উপরোক্ত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। সমিতির বিলুপ্তি প্রস্তাব

গৃহীত হলে উহার এক কপি সমিতির রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট অনতিবিলম্বে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।
